بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ نَحۡمَدُهُۥ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ ٱلۡكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡمَسِيحِ ٱلۡمَوۡعُودِ

খুতবা জুমআ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ এর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, তার সম্পর্কে আজ আমি আরো কিছু কথা বর্ণনা করবো। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় নিযুক্ত বারোজন নকীব বা নেতার একজন ছিলেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদা বংশের সদস্য ছিলেন, তাছাড়াও তিনি পুরো খাযরাজ গোত্রের নেতাও ছিলেন। (তিনি) মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র যুগে বিশিষ্ট আনসারদের মধ্যে গণ্য হতেন। এমনকি মহানবী (সাঃ) এর তিরোধানের পর, কতক আনসার (সাহাবী) খিলাফতের জন্য উনার নামও প্রস্তাব করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ)'র যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, মুনযের বিন আমর এবং আবু দজানাহ্ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর নিজেরাই, নিজ গোত্র বনু সায়েদার প্রতিমা ভাঙ্গেন। মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে, মহানবী (সাঃ) যখন বনু সায়েদার বসতিস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, হযরত মুনযের বিন আমর এবং হযরত আবু দজানাহ্ (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদের কাছে তশরীফ নিয়ে আসুন। আমাদের কাছে সম্মান, সম্পদ, শক্তি এবং প্রতিপত্তি রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এটিও নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জাতিতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার খেজুরের বাগান এবং কূপ আমার চেয়ে বেশি হবে, অধিকন্তু আমার ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য আর জনবলও রয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সাঃ) বলেন, হে আবু সাবেত! এই ঊটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আদিষ্ট–সে নিজের ইচ্ছায় যেখানে যেতে চায় যাবে।

মহানবী (সাঃ) হযরত সা'দ এবং তুলায়েব বিন উমায়ের (রাঃ)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন, যিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। বলা হয়, অওস এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এমন কোন বংশ ছিল না যাতে একাধারে চার-প্রজন্ম পর্যন্ত দানশীল বা বড় উদার মনের অধিকারী হয়েছেন, কেবলমাত্র দুলায়েম ছাড়া। এরপর তার পুত্র উবাদাহ্, অতপর তার ছেলে সা'দ, তারপর হয়েছে তার ছেলে কায়েস। মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে আসেন তখন সা'দ মহানবী (সাঃ)-এর সমীপে প্রত্যহ একটি বড় পাত্র প্রেরণ করতেন যাতে 'সরীদ' অর্থাৎ মাংস ও রুটির মিশ্রণে রান্না করা (খাবার) থাকত। বেশিরভাগ সময় মাংসে পাকানো সরীদের পাত্রই পাঠানো হতো। সা'দ (রাঃ)'র পাত্র মহানবী (সাঃ)এর সাথে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের বাড়িতেও ঘুরতে থাকতো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমরা বনু মালেক বিন নাজ্জার এর বাড়িতে থাকতাম, আমাদের মধ্য হতে তিন অথবা চারজন প্রতিরাতে মহানবী (সাঃ)এর সমীপে পালা করে খাবার নিয়ে উপস্থিত হতাম। মহানবী (সাঃ) সাতমাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)'র বাড়িতে অবস্থান করেন। সেদিনগুলোতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রাঃ) এর (বাড়ি থেকে) প্রতিদিন মহানবী (সাঃ)এর সমীপে পাত্র আসতো আর এতে কোন ব্যতিক্রম হতো না। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত আইয়ূব (রাঃ) আমাকে বলেছেন, এক রাতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর সমীপে একটি পাত্র প্রেরণ করেন যাতে 'তোফায়শল' (অর্থাৎ এক প্রকার ঝোল বা স্যুপ) ছিল। তিনি (সাঃ) তা তৃপ্তি সহকারে পান করেন, এছাড়া আমি তাঁকে কখনো এভাবে তৃপ্তি সহকারে পান করতে দেখিনি। এরপর আমরাও মহানবী (সাঃ)এর জন্য এটি প্রস্তুত করতাম।

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, একবার মহানবী (সাঃ) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)এর বাড়িতে প্রবেশ করতে চান এবং 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্' বলেন। হযরত সা'দ নিচুস্বরে বলেন, ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্, কিন্তু তা মহানবী

(সাঃ) শুনতে পান নি–এমনকি মহানবী (সাঃ) তিনবার সালাম করেন আর সা'দ তিনবারই একই উত্তর দেন যা মহানবী (সাঃ) একবারও শুনতে পাননি, তাই মহানবী (সাঃ) ফেরত যেতে লাগলেন। (তখন) হযরত সা'দ তাঁর পিছনে পিছনে যান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি যতবারই সালাম বলেছেন আমি তা নিজের কানে শুনেছি এবং এর উত্তরও দিয়েছি। কিন্তু আপনি শুনতে পাননি। আপনার কাছে আমার আওয়াজ পৌঁছেনি। আমার বাসনা, আপনার জন্য অজস্র শান্তিএবং কল্যাণের দোয়া করি। এরপর তিনি মহানবী (সাঃ)কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং খাদ্য হিসেবে কিশমিশ উপস্থাপন করেন। মহানবী (সাঃ) তা খাওয়ার পর তাঁর জন্য (এই) দোয়া করেন, **'পুণ্যবান লোকেরা তোমার খাবার খেতে থাকুক এবং ফিরিশ্‌তারা তোমার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকুক আর রোযাদাররা তোমার বাড়িতে ইফতারী করবে এমনটিই হোক'।**

আল্লামা ইবনে সিরীন বর্ণনা করেন, সন্ধ্যা হলে কোন ব্যক্তি সুফফা বাসীদের যে কোন এক বা দু'জনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেত। কিন্তু হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) একসঙ্গে আশিজন সুফফা বাসীকে খাবার খাওয়ানোর জন্য নিজের সাথে নিয়ে যেতেন।

মহানবী (সাঃ) মদীনায় আসার এক বছর পর সফর মাসে মদীনা থেকে মক্কার রাজপথে **'আবওয়া'** অভিমুখে যাত্রা করেন, যা **'জুহফা'** থেকে ২৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে মহানবী (সাঃ)এর মাতা হযরত আমেনার সমাধিও রয়েছে। সে সময় তিনি মদীনায় হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা আমীর নিযুক্ত করেন। **'আবওয়া'র** যুদ্ধের অপর নাম **'ওদ্দান'** এর যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব **'ওদ্দান'** এর যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) উহুদ ও পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েত এরূপও রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ)এর কাছে ছিল।

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) মহানবী (সাঃ)কে **'আযব'** নামক তরবারি উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন আর মহানবী (সাঃ) এই তরবারি নিয়েই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ)এর কাছে সাতটি বর্ম ছিল। সেগুলোর একটির নাম ছিল **'যাতুল ফুযুল'**। সেটির দৈর্ঘ্যের জন্য এই নাম দেয়া হয়েছিল। আর এই বর্মটি হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সমীপে তখন প্রেরণ করেছিলেন যখন তিনি (সাঃ) বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই বর্মটি লৌহ নির্মিত ছিল। এটিই সেই বর্ম ছিল যা মহানবী (সাঃ) আবু শাহ্‌ম নামক ইহুদির কাছে যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আর যবের পরিমাণ ছিল ত্রিশ সা' এবং তা এক বছর সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ)এর পতাকা হযরত আলী (রাঃ)এর কাছে থাকত আর আনসারদের পতাকা থাকত হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ)এর কাছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ) আনসারদের পতাকাতলে থাকতেন, অর্থাৎ শত্রুদের প্রবল ও তীব্র আক্রমণ আনসারদের ওপর হতো, কেননা, মহানবী (সাঃ) সেখানেই থাকতেন।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) একটি গাধার ওপর আরোহণ করে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) এর অসুস্থতায় উনাকে দেখতে যাচ্ছিলেন। তিনি (সাঃ) এমন একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে যান যাতে আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলূলও ছিল। এটি তখনকার ঘটনা যখন আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলূল মুসলমান হয় নি, তিনি (সাঃ) যখন নিজ বাহনে বসে যাচ্ছিলেন, তখন ধূলা উড়ে সেই বৈঠকের ওপর গিয়ে পড়ে, তারা হয়ত রাস্তার পাশে বসেছিল। তখন আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলূল তার চাদর দিয়ে নিজের নাক ঢাকে এবং বলে, আমাদের ওপর ধূলা উড়িও না। তখন মহানবী (সাঃ) নিজের বাহন দাঁড় করান এবং **'আস্‌সালামু আলাইকুম'** বলেন আর গাধার ওপর থেকে নামেন। তিনি (সাঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান। আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলূল বলে, ওহে! তুমি যে কথা বলছ এর চেয়ে ভালো কোন কথা হয় না? যদি এটিই তোমার বক্তব্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বৈঠকে এসে (এমন কথা শুনিয়ে আমাদের) কষ্ট দিও না। এসব কথা বলার জন্য আমাদের বৈঠকে আসার কোন প্রয়োজন নেই, নিজ গৃহে ফিরে যাও। যে তোমার কাছে আসে তাকে শুনাও। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন রওয়াহাও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমাদের বৈঠকে এসেই আপনি আমাদের পাঠ করে শোনান, এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদিরা পরস্পরকে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয় এমনকি

তারা পরস্পরের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল, কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌র কাছে যান। মহানবী (সাঃ) তাকে উক্ত ঘটনার সবকিছু বলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি একে ক্ষমা করে দিন এবং উপেক্ষা করুন। এখানকার অধিবাসীরা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আল্লাহ্‌তা'লা যখন আপনাকে প্রদত্ত সত্যের কারণে এটি পছন্দ করেননি তখন সে বিদ্বেষের অনলে পুড়তে থাকে আর একারণে সে এমনটি করেছে যা আপনি দেখেছেন। একথা শুনে মহানবী (সাঃ) তাকে উপেক্ষা করেন। তিনি (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের উপেক্ষা করতেন আর তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে ধৈর্যধারণ করতেন।

বদরের প্রান্তরে মহানবী (সাঃ) যখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি আমাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন আর আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাহলে আমরা তা-ই করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সাঃ) সবাইকে ডাকেন এবং যাত্রা করেন আর বদরের প্রান্তরে গিয়ে অবতরণ করেন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মহানবী (সাঃ) তাঁর সাথিদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে বদরের প্রান্তরে পৌঁছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বলেন, এটি অমুকের লাশ পড়ার স্থান। অর্থাৎ সেই শত্রুদের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, বদরের প্রান্তরের এখানে অমুকের লাশ পড়ে থাকবে। তিনি (সাঃ) মাটিতে নিজের হাত রেখে বলছিলেন, এই এই স্থানে (অমুক নিহত হবে)। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে একজনও নিজের স্থান থেকে এদিক সেদিক হয় নি অর্থাৎ শত্রু যারা ছিল তারা সেখানেই পড়ে নিহত হয় যেস্থানটি মহানবী (সাঃ) হাত দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধের পূর্বে এক শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) মসজিদে নববীতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর দ্বারে সকাল পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকেন। মহানবী (সাঃ) যখন উহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, ধনুক কাঁধে নেন এবং হাতে বর্শা ধারণ করেন তখন উভয় সা'দ, অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) উভয়ে মহানবী (সাঃ)এর সম্মুখে দৌড়াতে থাকেন।

উহুদের যুদ্ধের সময় যে সাহাবীরা মহানবী (সাঃ)এর পাশে অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ তাদের মধ্যে অন্যতম। মহানবী (সাঃ) যখন উহুদের যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তণ করেন আর নিজের ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন তখন তিনি (সাঃ) হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)'র সহায়তায় নিজ-গৃহে প্রবেশ করেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্(রাঃ) বর্ণনা করেন, **হামরাউল আসাদ**-এর যুদ্ধাভিযানে আমাদের মূল পাথেয় ছিল খেজুর। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্(রাঃ) সেসময় ৩০টি উট এবং অনেক খেজুর নিয়ে আসেন যা **হামরাউল আসাদ** পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

চতুর্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে যখন **বনু নযীর**-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন মহানবী (সাঃ) ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রের দূর্গ গুলোকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলেন। এ সময় গণিমতের মাল অর্জিত হলে মহানবী (সাঃ) হযরত সাবেত বিন কায়েসকে ডেকে বলেন, আমার কাছে তোমার জাতির লোকদের ডেকে আন। অতএব তিনি (রাঃ) অওস ও খাযরাজ গোত্রকে তাঁর (সাঃ) সমীপে ডেকে আনেন। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) আনসারদের সেসব অনুগ্রহের উল্লেখ করেন যা তারা মুহাজিরদের প্রতি করেছেন। এরপর মহানবী (সাঃ) বলেন, তোমরা চাইলে আমি বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বা **'ফ্যায়'** অর্থাৎ সেই গণিমতের মাল যা কাফিরদের কাছ থেকে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানরা লাভ করেছে, তা আমি তোমাদের ও মুহাজিরদের মাঝে সম-বণ্টন করে দিব। এ অবস্থায় মুহাজিররা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বাড়িতে ও সম্পদে (অংশীদার) থাকবে অথবা তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব, অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হলে তোমরা যেভাবে পূর্বে তাদের অর্থাৎ মুহাজিরদের সাথে ব্যবহার করে আসছ সেভাবেই করতে থাকবে, তারা তোমাদের বাড়িতেই থাকবে, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও বজায় থাকবে, যেভাবে এখন এই বন্ধন রয়েছে। কিন্তু তোমরা চাইলে এই সম্পদ আমি শুধু মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দিব যার ফলে তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, পুরো সম্পদ তারা লাভ

করবে কিন্তু এরপর তারা তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে আর তখন আর তোমাদের ঘরে থাকারকোন অধিকার তাদের থাকবে না যা ইতিপূর্বে ছিল। এতে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) উভয়েই বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি এই সম্পদ মুহাজিরদের মাঝেই বণ্টন করে দিন আর তারা আমাদের বাড়িতে ঠিক সেভাবেই থাকবে যেভাবে পূর্বে ছিল, তখন বাকী আনসাররা উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমরা এতে একমত বা সন্তুষ্ট আর আমাদের জন্য এটি শিরোধার্য।

হযরত সা'দ (রাঃ)'র মাতা হযরত হামরা বিনতে মাসঊদ। উনার মৃত্যু সে সময় হয়েছিল যখন মহানবী (সাঃ) **দুমাতুল জান্দাল**-এর যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) এই যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) সঙ্গে একই বাহনে ছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে হযরত সা'দ (রাঃ) নিবেদন করেন, আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে আর আমি চাই যে, আপনি তার জানাযার নামায পড়ান। তিনি (সাঃ) জানাযার নামায পড়ান, যদিও তার মৃত্যুর তখন একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরও নিবেদন করেন, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, তিনি ওসীয়্যত করেন নি তথাপিও আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা দেই তাহলে তা তার কোন উপকারে আসবে কী? মহানবী (সাঃ) বলেন, অবশ্যই। তিনি (রাঃ) নিবেদন করেন, আমার মায়ের জন্য কোন্ ধরনের সদকাকে আপনি অধিক পছন্দ করেন? তিনি (সাঃ) বলেন, **'পানি পান করাও'**। তখন হযরত সা'দ (রাঃ) একটি কূপ খনন করান আর বলেন, এটি উম্মে সা'দের পক্ষ থেকে।

আল্লামা আবু তাইয়্যেব শামসুল হক আজীমাবাদী–তিনি আবু দাঊদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্যে লিখেন- মহানবী (সাঃ) এই যে বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সদকা হল পানি। এর কারণ এটিই ছিল যে, সে দিনগুলোতে পানির সঙ্কট ছিল। পানি সদকা করার কথা তিনি (সাঃ) শ্রেয় আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, এটি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর জিনিস, বিশেষভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমের তীব্রতার কারণে মদীনায় পানি অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল, সাধারণ প্রয়োজন এবং পানির সঙ্কটের কারণে পানিকে অনেক মূল্যবান মনে করা হতো। অবশ্য পানিকে আজও মূল্যবান মনে করা হয়। এর জন্য বা এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আজও বিভিন্ন দেশের সরকার বলতে থাকে, আর এ দিকে সকলের দৃষ্টিও রাখা উচিৎ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ), মহানবী (সাঃ) এর সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই আমি তার পক্ষ থেকে কিছু সদকা করলে তা তার কল্যাণে আসবে কী? তখন তিনি (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ (অবশ্যই)। তখন তিনি (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, **'মিখরাফ'** নামে আমার একটি বাগান রয়েছে এটিও আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সদকা স্বরূপ দিচ্ছি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, আর তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
27 December 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org